ভোরের কাগজ

তারিখ 20 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য সমীপে

কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের পাশ ঘেঁষে শান্তিডাঙ্গা দুলালপুরের এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে দেশ-বিদেশে সুনামধন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি এতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ এবং বিজ্ঞান অনুষদ। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এ বছরই খোলা হলো Informafion Science and Technology, Bio-Technology, Applied Nutrition and food Science, এবং অচিরেই খোলা হবে Medical Science. কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এই যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এখানে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ সেশনজট। সেশনজটে সর্বোচ্চ স্থানও অধিকার করে ফেলেছে এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ দেশ ও জাতির গর্ব ছিল এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে। জাতির কাছে প্রত্যাশা ছিল এর ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হবে সেশনজটমুক্ত সুন্দর ও সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ। কিন্তু দুর্ভাগের পরিহাস সময়ের আবর্তনে এই সেশনজট উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে ধাবিত হচ্ছে। জীবনের মূল্যবান ৩/৪টি বছর ঝরে পড়ছে অকালে। এই ভয়াবহ সেশনজটের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে সাধারণভাবেই চোখে পড়বে রাজনৈতিক অস্থিরতা। এছাড়াও রয়েছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্নকরণ। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা চাই সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ, যাতে থাকবে না সেশনজট। তবে আশার ব্যাপার এই যে, বর্তমান মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ কায়েসউদ্দিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দলমত নির্বিশেষে সকলে এই ক্যাম্পাসের সেই সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। তবে এর বাস্তবায়ন কতোটুকু হবে তা সময়ই বলতে পারবে। তাই মাননীয় উপাচার্যের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, ক্যাম্পাসের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন। দেশ ও জাতির যেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সেশনজটের ভয়াবহতা আর দেখতে না হয় এই আবেদনটুকু রইলো মাননীয় উপাচার্যের কাছে।

খন্দঃ রফিকুল আলম জুয়েল
ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া-৭০০৩।